ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩৬৭৬
আগরতলা, ০৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

চিকিৎসকরা যত বেশী পরিষেবা দেবেন ততই সমাজ উপকৃত হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্যের সকল স্তরের জনসাধারণ যাতে স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন হন সে বিষয়ে স্বাস্থ্য দপ্তর গুরুত্ব সহকারে কাজ করছে। সর্বত্র স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়নের জন্যও কাজ করা হচ্ছে। তবে সফলতার জন্য চাই টার্গেট। টার্গেট বা লক্ষ্যমাত্রা ছাড়া জীবনে সফলতা আসে না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বাস্থ্য, আবাসন, শিক্ষা, স্বচ্ছ ভারত অভিযান, উজ্জ্বলা যোজনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করছেন বলে সফলতাও পাচ্ছেন। আমরা প্রধানমন্ত্রীর মত ও পথ অনুসরণ করেই এগিয়ে চলেছি।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব গতকাল সন্ধ্যায় মুক্তধারা হলে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের ত্রিপুরা শাখা আয়োজিত ৫০তম অল ত্রিপুরা মেডিক্যাল কনফারেন্সে প্রধান অতিথির ভাষণে এই অভিমত ব্যক্ত করেন। প্রদীপ জ্বেলে এই সম্মেলনের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, জীবন এক অমূল্য সম্পদ। শরীর সুস্থ ও সবল থাকলে মনও ভাল থাকে। চিকিৎসকদের উচিত রোগীদের প্রতি, স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রতি সহণশীল হওয়া ও তাদেরকে আপন করে নেওয়া। রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে যে গুচ্ছ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে তার উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, গরীব রোগীদের চিকিৎসার সুবিধার্থে আয়ুষ্মান ভারত যোজনায় সাড়ে ২০ লক্ষ ই-কার্ড বিলির লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এ প্রকল্পে রাজ্যে ৯০টি হাসপাতাল যুক্ত রয়েছে। ইতিমধ্যে ৮ লক্ষ ৬৫ হাজার ই-কার্ড তৈরী করা হয়েছে। গ্রামের প্রতিটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, কমিউনিটি হেলথ সেন্টারকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গ্রামে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক পোষ্টিং দেওয়া হয়েছে। ম্যালেরিয়া, ডায়ারিয়া, টাইফয়েড, টিবি রোগ ইত্যাদি নির্মূল করার লক্ষ্যে ও ড্রাগস গ্রহণের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান সংগঠিত করা হচ্ছে। হাসপাতালগুলির আরও উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আরো স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির আয়োজনেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিতে চাইছেন। তাই ত্রিপুরা আজ ধীরে ধীরে স্বাভিমানী রাজ্যে পরিণত হচ্ছে। ২৩ বছরের রিয়াং শরণার্থী সমস্যার সমাধান হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনায় ৯১ শতাংশ ঘরে গ্যাস সংযোগ দেওয়া হয়েছে। অটল জলধারা মিশন প্রকল্পে আগামী ২০২২ সালের মধ্যে রাজ্যের প্রতিটি ঘরে বিশুদ্ধ পানীয়জল পৌঁছানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ৬৭ হাজার ভূয়ো রেশন কার্ড বাতিল করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টার্গেট নিয়ে কাজ করেন। টার্গেট না নিলে জীবনে সফলতা আসে না। টার্গেটের কারণেই স্বচ্ছ ভারত অভিযানে দেশ আজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। তিনি বলেন, আমাদের রাজ্য ছোট্ট হলেও আমরা সবার আগে থাকতে চাই। ছোট্ট দেশ জাপান, কোরিয়া, ইজরায়েল সবদিক থেকে এগিয়ে থাকলে আমরা পারবনা কেন? আজ আমাদেরকে আত্ম-সমালোচনা করতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চিকিৎসকরা হলেন সমাজের উঁচু পদে আসীন। তারা সমাজকে যতবেশী পরিষেবা দেবেন ততই সমাজ উপকৃত হবে।

*****২য় পাতায়

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এদেশ স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজী, রাসবিহারী বসু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, বালগঙ্গাধর তিলকের দেশ। তারা এদেশকে মহানরূপে গড়ে তুলতে স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাই তাদের চিন্তা চেতনা ও আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে চিকিৎসক সমাজকেও এগিয়ে আসতে হবে। অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. শুভাশিষ দেববর্মা, মেডিক্যাল এডুকেশনের অধিকর্তা ডা. অধ্যাপক চিন্ময় বিশ্বাস, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা ডা. রাধা দেববর্মা এবং ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন ত্রিপুরা শাখার সাধারণ সম্পাদক ডা. সৌভিক দেববর্মা। স্বাগত ভাষণ দেন ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন ত্রিপুরা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. আশীষ কুমার কর। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব সংস্থার স্মরণিকার আবরণ উন্মোচন করেন। অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিশিষ্ট ৭ জন চিকিৎসককে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে ২০১৯ সালের এম বি বি এস-এর ফাইন্যাল পরীক্ষায় ১৩ জন টপ র‍্যাঙ্কার্সকে শংসাপত্র ও পুরস্কার দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন ত্রিপুরা শাখার সভাপতি ডা. শংকর রায়। সকলকে ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন সংস্থার অর্গানাইজিং কমিটির চেয়ারম্যান ডা. আশুতোষ দত্ত।

*****